দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে কম্বল বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে সরকারি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১০টার দিকে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে ৪০০ জন শীতার্ত মানুষের মাঝে এই কম্বল বিতরণ করা হয়।

শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, উপজেলা ট্যাগ অফিসার আতিকুর রহমান, ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম উদ্দিন, ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম, শাহজামাল, সেলিম উদ্দীন, রিকাত আলী, জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা,আব্দুল হান্নান পটু, সাবিনা ইয়াসমিন, মোমেহার খাতুন, রওশনারা, সামসুল আলম,ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যক্তা মাহমুদা খাতুন, সামসুজ্জোহা সৌরভ,মিনারুল ইসলাম, রাসেল শাহ্ সহ সমস্ত ইউপি সদস্য বৃন্দ।

সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ইউনিয়নের শীতার্ত মানুষের মাঝে এই সরকারি কম্বল বিতরণ করা হয়।

দামুড়হুদা জয়রামপুর মানবকল্যান যুব সংগঠনের কম্বল বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর মানবকল্যান যুব সংগঠনের পক্ষ থেকে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বেলা ১১টার দিকে জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে ২০০ জন শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

জয়রামপুর মানবকল্যাণ যুবসংগঠনের প্রতিষ্ঠতা সভাপতি মনিরুল ইসলাম মিলনের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দৈনিক সকালের সময় পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক এবং বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের মহাসচিব নূর হাকিম।

এসময় তিনি বলেন, শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো বিত্তবানদের নৈতিক দায়িত্ব। দরিদ্র ও হতদরিদ্র মানুষ, যাদের শীতবস্ত্র নেই, শীত নিবারণের জন্য সামান্য একটি কম্বল নেই। এখন যত দ্রুত সম্ভব এসব মানুষের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তাই বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ, চাকরিজীবী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মোস্তফা কামাল। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, বিশিষ্ট সমাজসেবক জাহাঙ্গীর আলম, হাউলী

ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রক্তান শিক্ষক ইয়াসিন আলী, মোতাহার হোসেন সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগীতায় ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী কামাল। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সহ সম্পাদক হাফেজ এনামুল হক।

দামুড়হুদায় ৪৬ বোতল ফেনসিডিলসহ নারী আটক

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৪৬ বোতল ফেনসিডিলসহ লাইলী খাতুন নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের সার্বিক দিকনির্দেশনায় দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদের নেতৃত্বে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই তৌহিদুর রহমান শেখ সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত শনিবার দিনগত গভীর রাতে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হুদাপাড়া গ্রামের স্কুল পাড়ায় লাইলী খাতুনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে বসতবাড়ীর পূর্বদূয়ারী পাকা বসতঘরের শয়ন কক্ষের মধ্যে থেকে ৪৬ বোতল ফেন্সিডিল সহ একজনকে আটক করে।

আটককৃত হলেন দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের হুদাপাড়া

গ্রামের স্কুল পাড়ার আরশাদ আলীর স্ত্রী লাইলী খাতুন (৫৫)।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, ফেনসিডিল সহ একজন আটক হয়েছে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা হয়েছে, আসামির বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় মাইক্রোবাস নিয়ে ঘুরতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কিশোরের মৃত্যু

দামুড়হুদায় দুই কিশোর দ্রুতগতিতে মাইক্রোবাস নিয়ে ঘুরতে গিয়েই হলো কাল, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা, ঘটনাস্থলেই প্রাণ গেল চালক কিশোর রিয়াদ হোসেন (১৪) আহত হয়েছে শামীম (১৭) নামে একজন।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের বাঘাডাঙ্গা গ্রামের নতুন পাড়া জামে মসজিদের সামনে এই দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রিয়াদ হোসেন উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের আরামডাঙ্গা গ্রামের ইউনুছ আলীর ছেলে ও আহত শামীম হোসেন একই ইউনিয়নের কোমরপুর গ্রামের মিঠুর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত রিয়াদ ও আহত শামীম দুজনেই মাইক্রোবাস চালানো শেখার উদ্দেশ্যে কার্পাসডাঙ্গা টু দর্শনা গামী রাস্তায় মাইক্রোবাস যাহার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ঢাকা মেট্রো গ-১১-৪৭ ৭১ চালানোর সময় দামুড়হুদা থানাধীন, বাঘাডাঙ্গা গ্রামের নতুন পাড়া জামে মসজিদের সামনে পৌঁছাইলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ডান পাশে গাছের সাথে ধাক্কা মারে, এতে ঘটনাস্থলেই মাইক্রোবাস চালক রিয়াদ মৃত্যুবরণ করেন। এবং তার সাথে থাকা শামীম
(১৭) গুরুতর আহত হয়। রিয়াদের লাশ বর্তমানে মৃতের নিজ বাড়িতে

আছে। এবং আহত শামীমকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

দুর্ঘটনা কবলিত মাইক্রোবাস কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ক্যাম্পের হেফাজতে আছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, কারো কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই নিহতের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

দামুড়হুদার ডুগডুগী বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, জরিমানা আদায়

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি বাজারে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে তিনজন মোটরসাইকেল চালক ও একজন প্রকাশ্যে ধূমপায়ির জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল বেলা সাড়ে ১২টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম এই জরিমানা করেন।

জানা গেছে, মোটরসাইকেল সড়ক পরিবহন আইন ৬৬ ধারা মোতাবেক আলমডাঙ্গার সোবহান হোসেনের ছেলে আরজ আলীর ৩ হাজার টাকা, একই আইনে ডুগডুগি গ্রামের মৃত মুক্তার আলীর ছেলে হারুন অর রশিদ এর ১ হাজার টাকা এবং জীবননগর উথলী গ্রামের মজনু মিয়ার ছেলে এনামুল হক এর ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সময় দর্শনা আজিমপুরের ফজলমিয়ার ছেলে আব্দুল হান্নান কে প্রকাশ্যে ধুমপান করার অপরাধে, ধূমপান তামাক জাত আইন ৪/৬ ধারা মোতাবেক ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পেশকার আসমান আলী এবং দামুড়হুদা মডেল থানার একটি চৌকস টিম।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার সকাল ১১ টার দিকে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সভাকক্ষে।

দ্বি-মাসিক সমন্বয় সভায় হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার সভাপতি ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সিনিয়র সমন্বয়কারী আনিসুর রহমান।

হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক মজিবার রহমানের সঞ্চালনায়, আরো উপস্থিত ছিলেন, সহ-সভাপতি আলাউদ্দিন,সহ-সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম মিল,সাংগঠনিক সম্পাদক জামিরুল ইসলাম,সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, প্রচার সম্পাদক রাসেল শাহ্।

নির্বাহী সদস্য শহিদুল ইসলাম,রিকাত আলী, লাইলী আক্তার বেবী, আফরোজা পারভীন, শারমিন সুলতানা, সাবিনা ইয়াসমিন, মামুন হোসেন, জয়নাল আবেদীন, সেলিম উদ্দিন, সমশের আলী, মুক্তার হোসেন, সোনিয়া খাতুন, আকবর আলি বিশ্বাস,আলেফ উদ্দিন, শারমিন আক্তার সহ হাউলী ইউনিয়ন লোকমোর্চার সকল সদস্য বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন,ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার ফরহাদ হোসেন।

দামুড়হুদা লোকনাথপুরে অবৈধ লাটা হাম্বারের ধাক্কায় দুইজন গুরুতর আহত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর সহশিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মহান বিজয় দিবস পালনের সময় সকাল ১০ দিকে স্কুলের সামনে ইটভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বারের ধাক্কায় স্কুলের নাইটগার্ড আশরাফুল এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র সিজান গুরুতর আহত হয়েছে।

গতকাল শনিবার ভোর ৫টার দিকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে সিজানের একটি অপারেশন সম্পূর্ণ হয়েছে এবং আশরাফুল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

জানা গেছে, উপজেলার লোকনাথপুর সহশিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে গত ১৬ই ডিসেম্বর একই স্কুলের নাইট গার্ড লোকনাথপুর গ্রামের মুংলা মির’র ছেলে আশরাফুল (৩০) এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র একই গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে সিজান (১৬) কে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা দিয়ে পেছন থেকে দ্রুত গতিতে ধাক্কা দেয় একই গ্রামের রেজাউলের ছেলে সাব্বির (১৮)।

ঘটনাস্থলে দুজন মারাত্মক আহত হয়। আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সিজানকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে রেফার্ড করেন এবং আশরাফুল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে বলে জানা যায়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সরজমিনে গিয়ে এলাকাবাসীর কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন, মহান বিজয় দিবসে স্কুল কতৃপক্ষ ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে খোরমা বিতরণ করছিল। তখন খুরমা বিতরণে কম হয়ে গেলে ছাত্র ছাত্রীরা হট্টগোল শুরু করে। এরই একপর্যায়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে স্কুলের বাইরে গেটে ছাত্র-ছাত্রীরা হট্টগোল শুরু করে, তখন পেছন থেকে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা নিয়ে নাবালক অনভিজ্ঞ ড্রাইভার একই স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র সাব্বির পিছন দিক থেকে সজোরে হট্টগোলের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দেয়। তখন লোকনাথপুর স্কুলের নাইট গার্ড আশরাফুল এবং একই স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র সিজান গুরুতর আহত হয়।

এ বিষয়ে আহত সিজানের দাদি হালিমা বেগম বলেন, ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে আমার নাতি ভর্তি আছে। শনিবার ভোররাতে মাজায় একটা অপারেশন হয়েছে। মাজায় একটা রড দেওয়া হয়েছে। আগামী চার দিন পরে আরও একটা অপারেশন করতে হবে বলে ডাঃ জানান।

এ বিষয়ে লোকনাথপুর গ্রামের মৃত নেন্টু মীর’র ছেলে মহাসিন বলেন, আমার চোখের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। একেবারেই অন অভিজ্ঞ শিশু ড্রাইভার গাড়ি চালাচ্ছিল। আসল ড্রাইভার পাশে বসে ছিল। ব্রেকে পা না দিয়ে এক্সেলেটারে পা দেয়ার কারণে গাড়ির গতি আরো বেড়ে যায়, যার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত সিজানের বড় ভাই একই স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্র নিশান বলেন, ঘটনাটি আমার চোখের সামনেই ঘটেছে। স্কুলে ৬০ কেজি খুরমার বাজেট, কিন্তু ২০ কেজি বিতরণ করা হয়, এসব নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে হট্টগোল বাধে। পরে সবাই স্কুলের গেটের বাইরে গিয়ে হট্টগোল শুরু করে। তখন পেছন থেকে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা এসে ধাক্কা মারে।

এ বিষয়ে লোকনাথপুর সহ শিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য সাবেক মেম্বার সেন্টু হোসেন বলেন, শুনেছি স্কুল গেটের সামনে হট্টগোল হচ্ছিল। ওই অবস্থায় পেছন থেকে লাটা হাম্বা ধাক্কা মারলে দুজন গুরুতর আহত হয়, এর মধ্যে একজন স্কুলের নাইটগার্ড এবং আর একজন স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র।

এবিষয়ে লাটাহাম্বা চালক সাব্বিরের পিতা রেজাউল বলেন, রাস্তার উপর ছেলেপেলে হট্টগোল করছিল,আমরা মনে করেছিলাম সবাই সরে যাবে। কিন্তু কেউ রাস্তা থেকে সরেনি। যার কারনে দূর্ঘটনা ঘটে গেছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদার কাদিপুর মরা গাং’র মাছ হরি লুট: সংঘর্ষের আশঙ্কা

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের কদিপুর মরাগাং এর মাছ লুট করে নিয়েছে এলাকার কিছু চিহ্নিত দুর্বৃত্তরা। গতকাল শনিবার সকাল ৬টার দিকে মরাগং এ বেড়ী জাল ফেলে সব মাছ লুট করে নেয় তারা। মাছ লুটের ঘটনায় কাদিপুর গ্রামে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। যেকোনো সময় ঘটতে পারে গ্রামবাসীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, কাদিপুর মরা গাংটি জনগণের জন্য উন্মুক্ত। ওই গাং এ ব্যক্তিগতভাবে মাছ চাষের কোন সুযোগ নেই। গাংটি কাউকে সরকারি ভাবে ইজারা দেওয়া হয়নি। গাংটি দীর্ঘদিন উন্মুক্ত ছিল। গাংটি কাউকে ইজারা না দেওয়ার কারণে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন জনগণের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। কিন্তু সরকারের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে উপজেলা প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কাদিপুর গ্রামের সোলাইমান হকের ছেলে ওসমান (৪৫), ইসমাইল হোসেনের ছেলে ফারুক হোসেন (৩৮), মৃত জামাত আলীর ছেলে কামাল হোসেন (৪২), সাদেক আলীর জামাই হাফিজুল (৪৪), ভাগ্যিবান এর ছেলে মুনশাদ (৪৩), আব্দুর রহিমের ছেলে আব্দুর রাজ্জাক (৩৭), ইন্তাজ মাওলানার ছেলে আসাদুল হক (৪০) এসব মাছ লুট করছে বলে একাধিক প্রাপ্ত তথ্যে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

গতকাল ভোর বেলা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত তারা এসব মাছ লুট করে। এসময় স্থানীয়রা বাধা দিলেও তাতে তারা কোন কর্ণপাত করেনি। তাদেরকে ভয় ভীতি দেখিয়ে মরা গাং এর মাছ লুট করে নেয়।

এবিষয়ে ওসমান বলেন, আমরাই মাছ ছেড়েছিলাম আমরাই মাছ ধরে নিয়েছি। আবারও মাছ ছাড়বো।

এ বিষয়ে মুনসাদ বলেন, আমিও গাং এ পার্টনার ছিলাম। আমাদের মাছ আমরা ধরে নিয়েছি। গাংটি কার কাছ থেকে লিজ নিয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, তারিনী পুর গ্রাম এবং বাস্তব পুর গ্রামের মানুষজনের কাছ থেকে লিজ নিয়েছি। কাদেরকে লিজের টাকা দিয়েছেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এবার ঝামেলার কারণে কাউকে টাকা দেয়া হয়নি।

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য শাহ জামাল বলেন, সবাই জানে গাংটি উন্মুক্ত। শত শত গ্রামবাসীর মধ্যে থেকেই সকলের সামনে গাং’র মাছ লুট করে

নিয়ে যায়। তারা দুইদিন অর্থাৎ শুক্রবার ভোরে এবং শনিবার ভোরে মাছ লুট করে। শুক্রবার ভোরে যে মাছ ধরেছিল সেই মাছ ৩২ হাজার টাকায় বিক্রি করেছে বলে জানতে পেরেছি। গতকাল শনিবার যে মাছ ধরেছিল সেই মাছ কত টাকায় বেচাকেনা হয়েছে তা জানিনা।

উন্মুক্ত গাং’র মাছ এভাবে লুট করে নিয়ে গেলে যে কোন সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে বলে জানান তিনি। গাংটি যখন কারো নামে সরকার লিজ দেইনি তাহলে গাং’র মাছ লুট করলে যেকোনো সময় গ্রামবাসীর সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়বেন তারা। তিনি আরো বলেন আজ ভোরেও আবারো মাছ লুট হতে পারে বলে শুনেছি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম বলেন, ঘটনাটি শুনেছি আমি, বিষয়টি দেখছি।

দামুড়হুদা বালাইনাশক ও সার বিক্রেতা কমিটির সভাপতি রাজ্জাক ও সম্পাদক মিনহাজ

দামুড়হুদা উপজেলা বালাই নাশক ও খুচরা সার বিক্রেতা সংগঠনের আলোচনা সভা ও কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা বাজার বণিক সমিতির কার্যালয়ে এই আলোচনা সভা ও কমিটি গঠন করা হয়।

দর্শনা পৌর বালাই নাশক সমিতির সভাপতি নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও একটি পৌর কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক দের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা শেষে ইউনিয়ন ও পৌর কমিটির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকদের সর্বসম্মতি ক্রমে আব্দুর রাজ্জাক কে সভাপতি ও মিনহাজ উদ্দীন কে সাধারন সম্পাদক করে ১৫ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি আজিজুর রহমান,সহ-সম্পাদক আব্দুর রব,সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল উদ্দীন (সেন্টু),অর্থ

সম্পাদক সোয়াইব হোসেন,সদস্য মিজানুর রহমান,আহসান কবির (রিপন),আব্দুর রাজ্জাক,আকরাম হোসেন,ছিদ্দীকুর রহমান,আব্দুল খালেক,হাসিবুর রহমান,রবিউল হক ও দাউদ হোসেন।

দামুড়হুদায় ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল সহ ২জন আটক

দামুড়হুদা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ৪৮ বোতল ভারতীয় নিষিদ্ধ ফেন্সিডিল সহ দুই জনকে আটক করেছে পুলিশ। দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ এর দিকনির্দেশনায় আজ বুধবার দুপুর ২টা ৪৫ মিনিটের দিকে বোয়ালমারী গ্রামস্থ তালসারী মোড় জনৈক ইদ্রিস আলীর চায়ের দোকান সংলগ্ন পাকা রাস্তার উপর থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

নাটুদাহ পুলিশ ক্যাম্পের এস আই কামরুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় পুলিশ ফোর্স নিয়ে দামুড়হুদা থানাধীন নাটুদাহ ইউনিয়নের বোয়ালমারী গ্রামস্থ তালসারী মোড় জনৈক ইদ্রিস আলীর চায়ের দোকান সংলগ্ন পাকা রাস্তার উপর মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন অভিযান পরিচালনা করে ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল একটি মটরসাইকেল সহ দুই জনকে গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামের মৃত মক্কর আলীর ছেলে জিয়ারুল ইসলাম জিয়া (৪০) কুষ্টিয়া জেলার মিরপুর থানার রানাখড়িয়া (কদমতলা) গ্রামের আকমল হোসেনের ছেলে জহিরুল ইসলাম (২৮)কে আটক করে পুলিশ। পরে আসামিদের কে দামুড়হুদা মডেল থানায় সোপর্দ করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন ৪৮ বোতল ফেন্সিডিল সহ দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য আইনে মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন।